বাংলাদেশ সেনাবাহিনী

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে সেনাশিক্ষা কোরে জুনিয়র কমিশন্ড অফিসার (ওয়ারেন্ট অফিসার) হিসেবে নিয়োগ

১। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে সেনাশিক্ষা কোর (Army Education Corps-AEC) এ জুনিয়র কমিশন্ড অফিসার (ওয়ারেন্ট অফিসার) হিসেবে সরাসরি নিয়োগ করা হবে। এ লক্ষ্যে যোগ্য এবং আগ্রহী বাংলাদেশী পুরুষ নাগরিকদের নিকট হতে দরখাস্ত আহবান করা যাচ্ছে। প্রার্থীদেরকে অবশ্যই নিম্নবর্ণিত শর্তাবলী পূরণ করতে হবেঃ

ক। শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/বিএসসি/বিকম (শিক্ষা প্রশিক্ষণে ডিগ্রী/ডিপ্লোমা এবং শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা অতিরিক্ত যোগ্যতা বলে বিবেচিত হবে)। স্নাতক/সমমান পরীক্ষায় ন্যূনতম সিজিপিএ-২.০০ এবং এসএসসি ও এইচএসসি অথবা সমমান পরীক্ষায় ন্যূনতম জিপিএ-৩.০০।

খ। বয়স সীমা ঃ ০৬ মে ২০১৮ তারিখে সর্বনিম্ন ২০ বৎসর এবং সর্বোচ্চ ২৮ বৎসর। বয়সের ক্ষেত্রে এফিডেভিট গ্রহণযোগ্য নয়।

গ। বৈবাহিক অবস্থা ঃ অবিবাহিত (তালাকপ্রাপ্ত নয়)।

ঘ। শারীরিক যোগ্যতা ঃ (১) উচচতা - ১.৬৮ মিটার (৫'-৬") ন্যূনতম।
(২) ওজন - ৪৯.৯০ কেজি (১১০ পাউন্ড)।
(৩) বুক - স্বাভাবিক - ০.৭৬ মিটার (৩০ ইঞ্চি), স্ফীতঃ ০.৮১মিটার (৩২ ইঞ্চি)।

২। নিম্নেবর্ণিত ব্যক্তিগণ দরখাস্ত করার জন্য উপযুক্ত বলে বিবেচিত হবে না ঃ

ক। সরকারী চাকুরী হতে বরখাস্তকৃত।

খ। ফৌজদারী মামলায় দন্ডপ্রাপ্ত।

গ। শিক্ষাগত বিফলতা ছাড়া অন্য কোন কারণে কোন সামরিক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান হতে প্রত্যাহারকৃত।

৩। আগ্রহী প্রার্থীদেরকে http://army.teletalk.com.bd তে Browse করে আবেদনপত্রের ফরম পুরন করতে হবে। উক্ত ফরম পুরণ করার পর তাকে টেলিটকের প্রি-পেইড মোবাইল হতে ওয়েবসাইটের INSTRUCTION এ বর্ণিত পদ্ধতি মোতাবেক ১৬২২২ নম্বরে এসএমএস করে আবেদন ফি (৫০০/-) জমা দিতে হবে। উল্লেখ্য যে, আবেদন ফি জমা দেয়ার পর আবেদনপত্র কোন ভাবেই পরিবর্তন করা যাবে না। আবেদন ফি জমা দেয়ার পর প্রাপ্ত User ID ও Password দিয়ে উক্ত ওয়েবসাইটে Login হতে হবে। সফলভাবে Login করার পর প্রাথমিক নির্বাচনী পরীক্ষার জন্য একটি "ADMIT CARD" Download করা যাবে। উল্লেখ্য Online এ আবেদন শুরুর তারিখ ৩১ ডিসেম্বর ২০১৭ এবং আবেদনের শেষ তারিখ ২০ জানুয়ারি ২০১৮

৪। প্রাথমিক নির্বাচনী পর্ষদের নিকট নিম্নবর্ণিত দলিল দস্তাবেজ জমা করতে হবেঃ

ক। আবেদনপত্রের (অনলাইনে পূরণকৃত) কপি।

খ। গেজেটেড অফিসার কর্তৃক সত্যায়িত সদ্য তোলা পাসর্পোট সাইজের ০৬ (ছয়) কপি রঙ্গীন ছবি ।

গ। গেজেটেড অফিসার কর্তৃক সত্যায়িত শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদপত্র এবং মার্কশীট এর ফটোকপি।

ঘ। স্মার্ট কার্ড/জাতীয় পরিচয়পত্র ফটোকপি ।

ঙ। প্রবেশপত্র (প্রাথমিক নির্বাচনী পরীক্ষা)।

চ। মুক্তিযোদ্ধা পোষ্যদের ক্ষেত্রে গেজেটেড অফিসার কর্তৃক সত্যায়িত মুক্তিযোদ্ধা সনদপত্রের ফটোকপি এবং তাদের পোষ্য হিসেবে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত সনদপত্র

৫। প্রার্থীগণকে প্রাথমিক নির্বাচনী পরীক্ষার (প্রাথমিক মেডিক্যাল এবং মৌখিক পরীক্ষা) জন্য অনলাইনে পুরণকৃত আবেদনপত্রসহ নিম্নেবর্ণিত নির্বাচনী পর্ষদ/এরিয়া সদর দপ্তর সমূহ (সেনানিবাস) এর সামনে উল্লেখিত তারিখ ও জেলা অনুযায়ী সকাল ০৮:০০ ঘটিকার মধ্যে উপস্থিত হতে হবে ঃ

ক্রমিক	উপস্থিত হবার স্থান	তারিখ	জেলার নাম
১।	এরিয়া সদর দপ্তর বগুড়া বগুড়া সেনানিবাস	২৮-২৯ জানুয়ারি ২০১৮	বগুড়া, জয়পুরহাট, সিরাজগঞ্জ
		৩০-৩১ জানুয়ারি ২০১৮	পাবনা, নাটোর, নওগাঁ
		০১ ফেব্রুয়ারি ২০১৮	চাঁপাইনবাবগঞ্জ, রাজশাহী
২।	এরিয়া সদর দপ্তর ঘাটাইল শহীদ সালাহউদ্দিন সেনানিবাস	২৮-২৯ জানুয়ারি ২০১৮	জামালপুর, শেরপুর
		৩০-৩১ জানুয়ারি ২০১৮	ময়মনসিংহ, কিশোরগঞ্জ,
		০১ ফেব্রুয়ারি ২০১৮	নেত্রকোনা, টাংগাইল
৩।	এরিয়া সদর দপ্তর চট্টগ্রাম চট্টগ্রাম সেনানিবাস	২৮-৩০ জানুয়ারি ২০১৮	চট্টগ্রাম, খাগড়াছড়ি, রাংগামাটি
		৩১ জানুয়ারি ২০১৮	বান্দরবান, কক্সবাজার
		০১ ফেব্রুয়ারি ২০১৮	
৪।	এরিয়া সদর দপ্তর কুমিল্লা কুমিল্লা সেনানিবাস	২৮-২৯ জানুয়ারি ২০১৮	সিলেট, সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ
		৩০-৩১ জানুয়ারি ২০১৮	কুমিল্লা, চাঁদপুর, বি-বাড়িয়া
		০১ ফেব্রুয়ারি ২০১৮	লক্ষীপুর, নোয়াখালী, ফেনী
৫।	এরিয়া সদর দপ্তর যশোর যশোর সেনানিবাস	২৮-২৯ জানুয়ারি ২০১৮	কুষ্টিয়া, মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা, ঝিনাইদহ মাগুড়া, নড়াইল, যশোর
		৩০-৩১ জানুয়ারি ২০১৮	সাতক্ষীরা, খুলনা, বাগেরহাট, বরগুনা পটুয়াখালী, ভোলা, বরিশাল
		০১ ফেব্রুয়ারি ২০১৮	ঝালকাঠি, গোপালগঞ্জ, মাদারীপুর, শরিয়তপুর ফরিদপুর, পিরোজপুর
৬।	এরিয়া সদর দপ্তর রংপুর রংপুর সেনানিবাস	২৮-২৯ জানুয়ারি ২০১৮	ঠাকুরগাঁও, পঞ্চগড়, নীলফামারী
		৩০-৩১ জানুয়ারি ২০১৮	দিনাজপুর, রংপুর
		০১ ফেব্রুয়ারি ২০১৮	লালমনিরহাট, কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা
৭।	সদর দপ্তর লজিষ্টিক্স এরিয়া ঢাকা সেনানিবাস	২৮-২৯ জানুয়ারি ২০১৮	ঢাকা, মানিকগঞ্জ
		৩০-৩১ জানুয়ারি ২০১৮	নারায়নগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, রাজবাড়ী
		০১ ফেব্রুয়ারি ২০১৮	গাজীপুর, নরসিংদী

৬। প্রার্থীগণ তাদের আবেদনপত্র (অনলাইনে পুরণকৃত) এবং অন্যান্য যাবতীয় কাগজপত্র প্রাথমিক নির্বাচনী পর্ষদের নিকট হস্তান্তর করবেন। প্রাথমিক নির্বাচনী পরীক্ষার ফলাফল একই দিনে প্রার্থীদেরকে জানিয়ে দেয়া হবে।

৭। প্রাথমিক নির্বাচনী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীগণ নির্বাচনী পর্ষদের নিকট হতে পর্ষদ সভাপতির স্বাক্ষর সম্বলিত "লিখিত পরীক্ষার প্রবেশপত্র" সংগ্রহ করবেন । উক্ত প্রবেশপত্র ব্যতিরেকে কেহ লিখিত পরীক্ষায় অবতীর্ণ হতে পারবে না।

৮। প্রাথমিক নির্বাচনী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদেরকে আগামী ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ তারিখ (শুক্রবার) সকাল ০৯০০ ঘটিকায় বাংলা, ইংরেজী, গণিত এবং সাধারণজ্ঞান বিষয়ে লিখিত পরীক্ষার জন্য "শহীদ রমিজ উদ্দিন ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, ঢাকা সেনানিবাসে" উপস্থিত হতে হবে। লিখিত পরীক্ষার জন্য প্রার্থীগণকে প্রয়োজনীয় কলম, পেন্সিল, ক্যালকুলেটর, জ্যামিতি বক্স ইত্যাদি সঙ্গে আনতে হবে। প্রার্থীগণকে পরীক্ষা শুরুর কমপক্ষে ৩০ মিনিট পূর্বে (সকাল ০৮৩০ ঘটিকা) অবশ্যই পরীক্ষা কেন্দ্রে উপস্থিত হতে হবে। কোনো প্রকার মোবাইল ফোন নিয়ে পরীক্ষা কেন্দ্রে প্রবেশ করা যাবে না।

৯। লিখিত পরীক্ষার ফলাফল আগামী ১৪ মার্চ ২০১৮ তারিখে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ওয়েবসাইট (http//www.army.mil.bd) এ প্রকাশ করা হবে। লিখিত পরীক্ষায় কৃতকার্য প্রার্থীদের চূড়ান্ত ডাক্তারী এবং মৌখিক পরীক্ষার স্থান ও তারিখসহ প্রয়োজনীয় নির্দেশাবলী লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের সময় জানিয়ে দেয়া হবে।

১০। উপরোক্ত পরীক্ষাসমুহে উপস্থিত হবার জন্য প্রার্থীদের কোন প্রকার যাতায়াত ভাতা বা দৈনিক ভাতা প্রদান করা হবে না।

১১। বেতন, ভাতা এবং অন্যান্য সুবিধাদি সেনাবাহিনীতে প্রচলিত বিধান অনুযায়ী নির্ধারিত হবে।

বিঃ দ্রঃ। মুক্তিযোদ্ধা পোষ্যদের জন্য ভর্তির সকল শর্ত পূরণ সাপেক্ষে ৩০% কোটা নির্ধারিত থাকবে। প্রমাণস্বরূপ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক মন্ত্রনালয় কর্তৃক প্রদত্ত পিতা/মাতা, দাদা/দাদি, নানা/নানী মুক্তিযোদ্ধার সনদপত্র এবং তাদের পোষ্য হিসাবে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত সনদপত্র রিক্রুটিং কর্তৃপক্ষের নিকট অবশ্যই উপস্থাপন করতে হবে।

সেনাবাহিনীর চাকুরীর সুবিধাসমূহ

নির্ধারিত স্কেলে বেতন, ভাতা এবং পেনশনসহ বিনামূল্যে আহার ও বাসস্থান, বিনামূল্যে সরকারি পোষাক-পরিচ্ছদ, পরিবারবর্গের জন্য বিনামূল্যে চিকিৎসা, পরিবারবর্গের জন্য ভুর্তকি মূল্যে রেশন প্রদান, সেনাবাহিনীর অভ্যন্তরীণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সন্তানদের লেখাপড়ার সুযোগ, নীতিমালা অনুযায়ী জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনীতে যোগদান করে বিদেশ ভ্রমন ও আর্থিক স্বচ্ছলতা অর্জনের সুযোগ-সুবিধা ।

পরিচালক, পার্সোনেল এ্যাডমিনিষ্ট্রেশন পরিদপ্তর, এ্যাডজুটেন্ট জেনারেল শাখা, সেনাবাহিনী সদর দপ্তর, ঢাকা সেনানিবাস।